## msjCH BRAINWARE UNIVERSITY : DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE AND JOURNALISM

**Republic Day Edition** 

Pathaan movie review P4 The Kolkata Derby

IN BRIEF COVID

UPDATE IN INDIA CONFIRMED : 8,440

DEATH : 117 VACCINATED : 4,603,203

WEST BENGAL CONFIRMED: 784 DEATH: 6

VACCINATED : 359,796



The editorial coordinators for this edition of msjChronicle are Rahul Mondal and Mousumi Das. sixth semester students of the department of Media Science and Journalism

### **Bansberia's famous** Kartik Puja

Kartik Puja is the famous Puja in Bansberia, Hooghly. The biggest speciality here is that not only is Deva Senapati worshipped but various deities including Baba Bholanath, Lord Ganesha, Trinath, Nataraja, Naravana, Bharat mata, Santashima are worshiped. Due to the coronavirus pandemic, the splendour of the festival has declined over the last couple of years but this time the puja of Bansberia is being organished with full enthusiasm.P2

## Weather Forecast



Kolkata, West begal SATURDA Partly clou Temperature - 31°C Precipitation - 20% Humidy - 80% Wind - 5 km/h



. Saraswati Puja at Brainware University on January 26. Picture by Rahul Giri

ড়া এভারেস্ট জয়ী পিয়ালী

ম্যাম আপনার কি ছোটবেলা থেকেই এই ইচ্ছাটা ছিল পর্বত জয়ী হওয়াব?

আমাৰ যখন পাঁচ বচৰ বয়স তখন আমাৰ মা আমাৰে = আমার থবদ শাচ বছর বরস তৎদ আমার মা আমাকে তেনজিং নোরগের শেরপার একটা গল্প পড়িয়েছিলেন, ওই গল্পটা পড়ার সময় আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওই যে গল্পের যাত্রার বর্ণনা, কত কষ্ট করে এগিয়ে চলেছেন তারা, সেটাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই সময় থেকেই আমার মনে হয়েছিল আমাকেও এরকম হতে

এটাই আমার হবে, এটাই আন জীবন। তথন থেকেই আহি Plate আরোহণ করার জেদ ধরি। কিন্তু ৰ্বত আরোহন কি সেটা তখনং চাম না। তথন আমি যেটা জানতাম সেটা হল তীর্থ্বযাত্রা যেগুলি হিমালয়তে হয় যেমন কেদাৰ যাত্রা, গঙ্গোত্রী যাত্রা, গোমখ

যাত্রা, গোমুখ যাত্রা, অমরনা যাত্রা। মা বাবাব চাত ধার এট

ন্তক করি

এবং এই

আপনি যদি আপনার এভারেস্ট জযের অভিজ্ঞতাটা শেযার কবেন আমাদের সাথে করেন আমাদের সাথে। = এভারেস্টের এইসব অভিযান দুম্মাস ধরে চলে। একেবারেই শৃঙ্গে পৌঁছানো যায় না এতটাই উঁচু, মানে ওটাকে বলে মরণফাঁদ ৮০০০ মিটার, ২৫০০ মিটার

যেখানে কোনো পোকা-মাকড বাঁচতে পারে না. সেই নায়গায় আমাদের যেতে হয় এবং আমাদের নিজেদের শারীরকে অধিক উচ্চতার সাথে মানিয়ে নিতে হয়।

নবেস্ট ভ্রম করতে পেরেছি

জলতে খবন বেতান হব বহুর খবন খেনে তবন আন সৌড়াতে ন্থ্যক করতাম, সৌড়ে সৌড়ে খাড়াই দিয়ে আমি উপরে উঠে যেতাম আলে, তারপার খবন প্রবাহাম মা-বাবা পিছিয়ে পড়েছে আবার নিচে নেমে একসাথে উঠতাম। এমনিতে দিনে ১৪-১৫ কিলোমিটার ট্রাকিং থাকতো কিন্তু

এননিত দিনে ১৯.৩ নিজনিটোর ট্রারিং থাকেরে ছিন্তু আমন গেতে নেটা দু চিন কণ আরে নেজু নেজ মানা আমি এনিক এনিক সীয়ে পায়লামি নাম নি মেন্তে পর্বচর আরে উচ্চতায় গিয়ে লাফলামি করহম অই হয়েরে আমার ফুসার, বাম না হাল অবিয়েনা ছায় নাই আরম হৈরি যার নাছিন। হাল নারা পার্বি প্রদান্দি নাই আরম্ব হৈরি যার নাছিন। হাল নারা পার্বি প্রদান্দি কারতা নোমা নাদা হালি নির্ভা টানার বাবে নারা ব্যদিন নিবে গেলে নার্টিন। হাল নারা প্রার্থনো ছায় নোমা আমানার গেলে সম্বান হারিন। ভারারার নামার নোমা বাদ্যাল মানার প্রে সে ফার্র ক্রিয়েনা হালে নোমা না গেলে সম্বান হারিন। ভার্বিক ভারার নামার নোমা না গেলে সম্বান হারিনে নারা প্রার্থনে ৯.৫ জাঁর নোমা না গেলে সম্বান হারিনে কা মেরা বারিকোনা না গেল মানুসের মা ঠিক মাতা কাছ করে না কিন্তু আমার প্রেরে সেই কবে নোকে সম্বান হারিন নারিক উচ্চতায়।

ক্লেঁত্রে সেই রকম কোন সমস্যা হয়নি। অধিক উচ্চতায় গেলে খাবার হজম হয় না কারণ অক্সিজেন লেন্ডেল কম

োলে খাগা ২৩ন ২৫ না দেশৰ আয়াওলা লোকে কৰ থাকে সেক্ষেত্ৰও আমার কেন অসুবিধা হতো না। পর্বত আরোহনে অনেক পরিয়া তে গেই অনুযায়ী আমাসের অনেক থাবার থেতে হতো, ৬ধু খাওয়া নয় থেয়ে হজম করতে হতোঁ। অনেকে খাবার খাওয়ার পর হজম করতে

করতে হতো। অসেখে খাখার খাওয়ার শর হজন কর পারতো না কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেটা না। আমি অনেক খেতে পারতাম এবং তাড়াতেড়ি হজম করতে পারতাম এবারে আমি লোৎসে এবং এভারেস্ট একসাথে দুটো

এবারে আম লোৎসে এবং এভারেস্ট একসাথে দুঢ়ো আরহণ করেছি তুযার ঝড়ের মধ্যে। প্রথমে এভারেস্ট আরহণ করেছি, তারপর লোৎসে করি দুটোই ৮০০০ শৃঙ্গের। এইসব কারণেই হয়তো আমি অক্সিজেন ছাড়াই

গাথান্ড ওঠার গনর আন্যাদের গাঁথে অদেশে শিশ্ব জালনে। থাকে যেগুলো আমাদেরকে বহন করতে হয়। -50 থেকে -০০০০ হওয়ার জন্য আমাদেরকে ভারি জ্যাকেট পরতে হয় যেটা পাখির পালক দিয়ে তৈরি। ঠান্ডার মধ্যে হাত কবলে হাতের মধ্যে ফস্ট বাইট হতে পারে বার করলে হাতের মধ্যে ফফ বাহড হতে পারে, আর মতর্স বাইটা বেল আন্থলের রক চল্যাচন বন্ধ হয়ে যায় আর আবুল পচেও যায় সেকেরে আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়। যদি আমরা শীতের জান্য কির্মাতন দা পাঁড় তালে আমাকর প্রইপেলার্রমা যে যে গেরে পারে। তাই আমাদের প্রটাকশনের জন্য সেই মতন জামু কাণড়

পড়তে হয় আর তাছাড়া আমরা যে জুতো পরি তার মধ্যে লোহার আটো লাগানো থাকে এবং আমাদের ক্রমাপারও লাখ্য আলে গাণালো যাকে অবং আমালের অবমাণ লাগাতে হয় যাতে কংক্রিটের মতন বরফের গায়ে পা গেথে গেথে আমরা উপরে উঠতে পারি। এবং সেই সব জুতোর ওজন ৫ থেকে ১০ কেজির উপর হয় যেটা জ্বতোর ওজন ৫ থেকে ১০ কেজর ৬পর হয় থে। আমাদের পায়ে পড়তে হয়। এছাড়া আমাদের সাথে রিপিং ব্যাগ থাকে যার মধ্যে আমাদের ঘুমাতে হয়, রিপিং ব্যাগও পাখির পালক দিয়ে তৈরি। যাইহেকে এই ভাবেই আমাদের অভিযান হয়। এর সাথে থাকে রোজকার খাবার দাবার অভিযান হয়। এর সাথে থাকে রোজন্বার খাবের নাগার এবং বিউটেন গাসেও থাকে কারণ জল বলে ওখানে কিছু থাকে না বরফ গাঁরা জল করে কেন্দ্রে হয়। এইসব কিছু নিয়ে একেধারে উপরে কেটা যয় না কিছু কিছু করে কাম্প ১ কাম ২ কাম ও তে রেখে আগতে হয় আবার নিতে এনে কিছু কিলি উপাতে নিয়ে যেতে হয় একে এই যাতায়াত করেম্বর খাড়াই নিয়ে করতে হয়। এইসব এই যতোৱাত করেন্দ্র খাতৃত্বি নিয়ে করতে হয়। এটসন আনোমেন্ট করতেই আমানে দুখন পেনে যে য় এলন আমানের পর্ক আরোগ কর হয় যৌচে সাতি করেট সাতা। এেকিছু করা করে মাউনি মুইবিধে এর পেনের যৌচ হয় কেন বরু সহযোগ পারা নাটা জন কেন্দ্র পোটা আমেনে নেশে মাউনে দুরাইমিং মূব একটা আর্চনার করো মুইবিধার নেস বরু সহযোগ পারা সামে সকলর থেকেও কেন সহায়ে পারা না আমেন্ড আর্চনা বিপ নোরা হারিকে কেন্দ্র সহায় উল্লে নাটা উল কেন্দ্র সাথে সরকার থেকেও কেন সাথাথ পার না। আমাকেং লোন নিয়ে যেতে হয়েছে ৫০ হাজার টাকার উপর লোন আছে এবং অনেক মানুষ আমার এই অভিযানের পার্শে দাঁড়িয়েছেন। আর্থিক সমস্যার থাকার কারণে আমার পা।ওরেছেন। আথক সমস্যার খাকার কারণে আমার এভারেস্টের পার্রমিট পেতে দেরি হয়। আমি সেই মরণ খর্দদ অপেন্ধা করতে থাকি তারপর যথন পারমিট পেলাম আহরণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় আবহাওয়া আরো খারাপ হতে শুরু করল। তথার ঝডে

বেবাদে বতু বতু নামকদ্যা গবতারোহায়া প্রাণ থানারোহে সেখানে আমাকে তুষার ঝড়ের মধ্যেও এগিয়ে যেতে হয়েছে কারণ এত লোক আমার পাশে দাঁড়িয়েছে আমার মা-বাবা এত কন্ট করে আমাকে পাঠিয়েছে। ২০১৯ এ এভারেস্টে যাই এবং সামিট পযেন্ট এব ৪০০ ২০১৯ এ এডারেফে যাহ এবং সামাড পরেন্ড এর ৪০০০ মিটার আগে থেকে ফিরে আসতে হয় কিছু অসং মানুদের পাল্লায় পড়ে। কিছু টাকা কম নেবে এই লোভে আমি পড়ে গিয়োছিলাম তাদের পাল্লায়। এরপরও আমি যঝন নিজের চেষ্টায় উপরে উঠছিলাম তখন আমাকে উপর থেকে ধাক্কা নেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে এর পাশাপাশি আমার অক্সিজেন মাক্সও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাতে আমি সামিট করতে না পারি। প্রায় ৮৫০০ মিটার শৃঙ্গের কাছাকাছি থেকে যখন ফিরে আসতে হয় তখন মনটা খুবই ভেঙ্গে পড়ে, মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। ২০১৯ সালের এই ঘটনা পরে আমার মনের জোরকে আরো সাদোর এই বদ্যা শারে আনার নদের হোরদের আরো বাড়িয়ে দেয় কারণ শেরপার অসহযোগিতা ছাড়াই যখন এতটা উঠতে পেরেছি এবং অক্সিজেন ছাড়া প্রায় তখন মনে হয়েছে আমি পারবো।

মতন তথ্য নিয়ম মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ নাম ভাগন ১০১৮ মনালগতে কথা নিবাহ তেনে শিয়ে এমখ মহিলেনে নিবাহিলেনে নিবিয়েনে মহিলেনে মান্দ্ৰ বিশ্বায়না মান্দ্ৰ কাৰ কৰলৈ না, মত্ৰ মৃত্য নামিটি কৰেছে এটা কৃৰিনি মহামান্দ্ৰ আৰু মহা এইখন নেকে মনেৰ মোৰ মান্দ্ৰে কেন্দ্ৰ মহ তালগন্ধ এইখন নেকে মনেৰ মোৰ মান্দ্ৰ নোমান্দ্ৰ নাম্ব তালগন্ধ কৰি একেল মন্দ্ৰ মহা মতা কৰি নিয়মেনে মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ একেল মন্দ্ৰ মহা মতা কৰি নিয়মেনে মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ একেল মন্দ্ৰ মহা মহা মন্দ্ৰ মান্দ্ৰ নাম্ব নাম্ব নাম্ব নাম্ব এন্দাৰ মন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ নাম্ব নাম্ব নাম্ব নাম্ব নাম্ব এন্দাৰ মন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ এন নাম্ব নাম্ব হৈ মেন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰে মন্দ্ৰ মহা মিন্দ্ৰমান মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা নাম্ব হৈ মেন্দ্ৰ মান্দ্ৰ হিন্দা না বাৰ মান্দ্ৰ কৰা নিষ্ঠ মন্দ্ৰ মহা মিন্দ্ৰমান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ মহা মিন্দ্ৰমোৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ মহা মিন্দ্ৰমান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ মহাৰ মিন্দ্ৰমান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ মহাৰ মিন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ মহাৰ মিন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ মহাৰ মিন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্দ্ৰ কৰা মন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মন্দ্ৰ মান্দ্ৰ মান্ থেয়ে দিজেকে রকভারে কার। পরের দিন লোখসে যাব পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আবহাওয়া প্রচন্ড খারাপ, পাঁচ দিন ধরে তুষার ঝড় চলবে বলে খবর আছে। আমাকে নেমে আসার জন্য বলে এবং লোখসে না যেতে বলে। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি এগিয়ে যাব কারণ এই সুযোগ আর দুবার আসবে না এত মানুষ আমার পাশে দাঁডিয়েছেন তাদের কথা ভেবে আমি এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত



প্রজেন

# At the Anandabazar Patrika house



Shikha Yaday

An industry visit to Anand-abazar Patrika was conducted for the post-graduate journal-ism students of Brainware University on January 11, 2023. Intrigued and excited. the students visited the ABP office around 4 in the evening with SudiptaBhattacharjee, adjunct professor of Brainware University and former Resident Editor of The Tele-graph (Northeast) and Kank-ana Ghosh, assistant Profes-sor, Brainware University. A center of wanter were hosted

The modern tech niques of storing the old newspapers and digitizing it was most impressive. This was followed by a coffee series of events were hosted for the students. Verification break after which we met the of the visitors' identities was editor, Ishani Dutta Roy. She the first step to being allowed access to its renowned library. The students were awestruck watching the work done in the welcomed the students, spoke about the perks of journalism and the importance of fair and unbiased information. The

library.

editor also highlighted the challenges in the field along with the tips to overcome the challenges. More than that, the editor exhorted the students to do their best in their

dents to do their best in their life-long journey. The editor handed us over to her deputy for the tour of newsroom. The stu-dents addressed the reporters and had a hearty interchange with them. There were cime with them. There were crime reporters, business reporters, reporters, business reporters, beat reporters, cartoonists, photojournalists and other staffers. All of them were seen on their desks, gather-ing information and writing news articles. Some students who ware keen to know about who were keen to know about

who were keen to know about print media publications on January 27, 2023, the students from Brainware university's department of could be the future of print media ain the digital era. As satisfying answersche stu-dents presented themselves thrumpharly in creating net-course the total states of the trumpharly in creating net-media science of the total states of the trumpharly in creating net-states of the total states of the trumpharly in creating net-media science of the total states of the trumpharly in creating net-meta science of the total states of the trumpharly in creating net-meta science of the total states of the trumpharly in creating net-meta science of the total states of the trumpharly in creating net-the total states of the total st



Esheka Mitra

triumphantip increating net working opportunities with the journalists and look for ward to more such visits.

asked every student what their goals and interests are vated the students by telling vated the students by felling them about her journey and the challenges she faced. Next, the students met Mr Sudipto Roy, the Chief Pho-tographer of The Times of India who answered all the questions of the students and also joined them for a abote their goals and interests are and suggested new ideas to each one of them regarding their goals respectively. He also shared his experience of his work life and patiently replied to all the questions of the students. the students also joined them for a photo-After that we met graph.

an experienced reporter, Ms Ajanta Chakraborty, who shared her experience of be-ing a reporter and also moti-Lastly we Met Mr Hirak Bandyopadhyay, the Exceutive Editor of Ei Sa-may and former News Editor of Anandabazar Patrika. He questioned the students questioned the students on what is the most important quality people should have in the media industry and replied that people should have passion and self-control to be one step ahead towards a successful future. He also encouraged the students to choose their comfort path in future and motivated them to fight the difficult situations that may lie ahead.



## = features ==== Bansberia's famous Kartik Puja

Day 1 Kartik Puja is the famous Puja in Bansberia, Hooghly. The biggest speciality here is that not only is Deva Senapati worshipped but various deities including Baba Bholanath, Lord Ganesha, Trinath nath, Lord Ganesha, Tirnath, Nataraja, Narayana, Bharat mata, Santashima are wor-shiped. Due to the coronavi-rus pandemic, the splendour of the festival has declined over the last couple of years, but this time the puja of Bansberia is being organished with full enthusiasm

Iull enthusiasm. One of the famous Kar-tik Puja committees of Bans-beria's Kartik Puja is Renesa, which has completed 50 years of worshipping this year. The secretary of this committee, Soumen Kundu, was inter-need the Assemble Det-Sourmen Kundu, was inter-viewed by Anoushka Dutta. He spoke about the theme of the pandal, "Chalchitra". The creator of this pandal chose to use the trees which were de-stroyed in Amphan and made a structure of Chalchitra. The main attraction this ware was main attraction this year was inviting a tribal dhamsa band from Odisha to participate in this carnival.

this carnival. One of the oldest puja of Bansberia's Kartik Puja is "Bharat mata". Su-vasish Saha interviewed the secretary of this puja com-mittee, Shibu Som, about the theme of the idol and its rester. "Men. Pelthe theme of the idol and its creator. "Mintu Pal created the idol of Bharat Mata at Kumartuli this year. We have worshipped Bharat Mata for 52 years in place of Durga," he said.

After thanking him, they went to the oldest Kartik Puja committee of Bansberia which was started 400

years ago. It is known as "Adi Baba" or "Dhuma Kartik." Jayita Das interviewed com-mittee member Sudipto Nag. He informed that this puja

Paris over night. ered one of the most famous Adi puja named "Raja Kartik Puja". Arka Dyuti Das intered Jag

president of this puja commit-tee. He shared the history of this puja and said, "the Raja Kartik puja was started 376 years back. It was totally or-ganised by the Saha family and Lear the the communic and I am the 6th generation of them, handling this puja till now by the help of 7th and 8th generations of our family and also with the help of our

various types of other artistes to participate in this carrival to compete with each other and also enjoy the festivities. Visitors from various places come to see the carrival and stay till the end. Another most attractive part of this carrival is the commertion of this carrival is the competition of theme of lights among the committees. The competition is held on the basis of the arrangements and the cleanliness of the carnival

Day 2

Day 3

কলকাতার রাসযাত্রা , যেটি প্রতি বছ police commissioner Amit police commissioner Amit P Javalgi attended this puja with his family. The main at-traction of this puja is that on জৈন্যরা বার করে , সেখানে উজ্জ্বল কুমার মন্ডল কথা বলেছেন সেই শোভা যাত্রার মূল নির্দেশক সূর্যকান্ত জৈনের সঙ্গে the day of the carnival the lo-

এটাকে কি রাস বলে cal people carry the idol in a hand-drawn car. এটাকে শোভাযাত্রা বলে

কোথা থেকে আসছে এটা? Day 2 On the second day, another famous Kartik puja committee, Mitali Sangha, was covered by Anoushka, who interviewed the secretary বড় মন্দির , বড়বাজার থেকে বেলগাছিয়়া, আর জি কর । ৮ তারিখে যাওয়া হয়েছিল আর এই ১৩ তারিখে

who interviewed the secretary of the puja committee, Par-tha Majumder. He explained the theme of pandal and why they chose this. The pandal designer came from Kanthi and created the theme named "Koti Sutar Bera Jal." Out-side the named were vertous একদম প্রথমে যিনি যোড়ায় চেপে গেলেন উনি কে? - যোড়া পুলিশ বলে। যোড়া পুলিশ গুধু এই শোভাযাত্রাতেই আসে তা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় যায় না। এটা জৈন্যদের শোভাযাত্রা ।

সুরেন্দ্র কুমার জৈন side the pandal were various barriers tied like threads but barriers tied like threads but inside it can be seen that how children are attracted by the cellphones. They were also awarded the Serar Sera Prati-ma.

জৈন রাসযাত্রা কত বছর বয়স এহ শোভাশাত্রার? - ২০৭ বছর বয়স । এতিবছর কার্তিক পূর্ণিমাতেই এটা আসে । বড় রাজার থেকে বেগগাছিয়া পর্যন্ত এই রথযাত্রা আসে তারপর পঞ্চমীর দিন ( হিন্দি কারলেজার অনুযায়ী) সেখান থেকে আমরা আবার ফেরত যাই ।

এই রথটা কত বছরের পুরনো?

এন গন্থা কও বছরের পুরনো। এই রাভটা কাঠের উপরে সোনার পালিশ করা আছে আর এই রাডার দুটা মোড়া আছে । আর যতদূর শোনা যায় গরমিন কারিপেরা এটা হৈর্দ্রি করেছিলেন । আর একদম সামনে আমাদের যে নহবং বসেছে সেট ৯৩

বছরের পুরনো। আর মাঝখানে যে করতাল লাগানো গাড়িটা আছে ওটা

এই রথযাত্রার ১৯৪০ সাল থেকে কলকাতা পুলিশ মিউজিয়ামে কাছে

বছর পুরনো । আর আমাদের

প্রতিমার বয়স কত

202

গেন্সেটেড

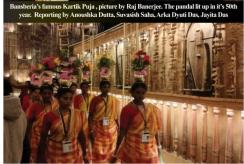
আমরা দেখলাম যে রথটা সোনার পালিশ করা , তো এটা কি প্রথম

থেকেই ? - ফাঁ, প্রথম থেকেই রথটো পুরোটাই সোনার পালিশ করা । যেখানে যেখানে আদাদা হড লেগে নষ্ট হয়েছে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু তাছাড়া পুরোটাই সোনার । আর এটা যদি রিপেয়ার করতে হয় তাহলে প্রায় এক কেন্ডি সোনা লাগবে।

এই যোড়া গুলোর উপরে যে কাপড়টা রাখা আছে সেগুলোতেও কি সোনার কাজ করা? - যোড়ার উপরে যেগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ রূবেগা দিয়ে বানানো এবং এগুলো এতটাই পুরনো যে

এগুলোকে মেরামত করার জন্য এখন কোনো কারিগর পাওয়া যাচ্ছে না ।

এটা আপনাদের দেবতার কোন রূপ:



was started by the zamindars. The speciality about the puja is the dress of the idol which looks totally like that of a priest. Jayita asked, "It is said that two years ago the idol got

half burnt. What happened and how dod you handle it?" Nag answered that at that time the idol maker helped them by making an idol of plaster of Finally the students cov-

It is held in two parts: one from Bansberia and the major part from Sahagunj. The puja committees invite various bands, dance groups, mod-els, cartoon characters and varioux two of other artiste to participate in this carnival

The Kartik puja car-

nival is held in a huge way. It is held in two parts: one

শোভাযাত্রার একটি ট্যাবলো। ছবি: রাজ ব্যানার্জি



Bandel church, which has been declared as a Basilica, completed 423 years of its establishment in 2022. During Christmas, people come from various places to visit and have a picnic here.

Three students of Three students of Brainware University's me-dia science and journalism department, Arka Dyuti Das, Anoushka Dutta and Jayita Das, spent a few hours in Bandel church on Decem-bar 24 and scales to the local ber 24 and spoke to the local shopkeepers and also a man



এত টাকা দিয়ে আমাকে এত মানুষ এত চাকা দিয়ে আমাকে এত মানুষ সাহায্য করেছে সে সেই কথা মাথায় রেখে আমি সামনে এগিয়ে চলি, কষ্ট হলেও। ওই তুমার ঝড়ের মধ্যে আমা এগিয়ে যাই, পুরো এভারেপ্ট আমি আর লোৎসের মধ্যে আমার একা, আমি আর আমার শেরপা। তুমার ঝড়ের রাজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে পেছে, দল্ভি সামলের আমার বন্ধ হয়ে পেছে, দল্ভি ঝড়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, দড়ি লাগাতে লাগাতে রাস্তা বানিয়ে এগিয়ে যোগেতে হচ্ছে। তারপরের দিন আমরা লোৎসের চূড়ায় পৌঁছাতে পারলাম। এবার যুখন আমরা নামছি তখন তুষার অবার বৰন আনরা নামাই তথন তুবার ঝড় হচ্ছিল এবং বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এভারেস্ট এতটাই খাড়ায় যে এক জায়গায় বরফ জমার সুযোগ থাকে না। তুষার ঝড়ের কারণে আমরা ঠিকু মতনু দেখতেও পারছিলাম না প্রতিমুহূর্তে ভয় কাজ করছিল। এরপর ক্যাম্প ১ আর ক্যাম্প ২ এর মাঝের একটি ফাটলের মধ্যে আমি পড়ে গিয়েছিলাম আর ঠান্ডাতে ওয়াকি টকির ব্যাটারি ও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে শেরপার স্যার কারো সাথে যোগাযোগ শেরণার স্যার কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছিল না। আমার ভাগ্যটা এতটাই ভালো যে আমি ফাটলের মধ্যে পুরো ঢুকে যায়নি, তাহলে আর বাঁচার সম্ভাবনা থাকতো না। একটা সুরু জায়গায় আমার পা টা আটকে গিয়েছিল। তারপর আমার শেরপার গেরোহশ। তারণর আমার শেরণার সার কাম্প ২ তে গিয়ে ওখানে ৪/৫ জন শেরপাকে ডেকে এনে বরফ কেটে আমাকে তোলে। ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা কিস্তু আমি আমার

এক অভিজ্ঞতা দেশ্ব আন আনার ছোটবেশার স্বপ্নকে পুরণ করতে পেরেছি এটাই মনের শান্তি। মার্চ-এপ্রিল 2010 এ অ্যাডভাঙ্গড মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স শেষ করার পর, আমি আগস্ট, 2010 এ হিমাচল পর, আমি আগস্ট, 2010 এ হিমাজ্স এদেশে আমার প্রথম পর্কচারেছেণ অভিযান ব্রুর করি আমি 8000 মিটারের উপরে 5টি চূড়া অভিযান এবং আরও অনেক 6000 এবং 7000 মিটার চূড়া অভিযান 2022-20 সেস্টেম্বর থেকে 29 অটোরের সির্দ্বি অসমেটি ১০০০ যে জেয়ারেইট 20 সেন্টেম্বর থেকে 29 অক্টোবর পর্যন্ত করেছি। 2022, মে- এভারেস্ট লোটসে 8750 মিটার পর্যন্ত পরিপূরক

ছাড়াই পৌঁছেছেন (সম্পুরক অক্সিজেন ছাড়াই প্রথম ভারতীয় সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছেছেন) ভয়ন্ধর ভূষার ঝড়ের কারণে জীবনের ঝুঁকির জন্য আয় 100 মিটার অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোন ব্ থ্যনা ২১রছে, এখন পথস্ত ফেনেড পর্বতারোহী অন্য কোনও তুষার ঝড়ে বাঁচতে পারেনি পরিপুরক অস্তিজেন সহ পর্বতারোহণের ইতিহাসে ৪০০০ মিটার চূড়া।

।বিটার চুড়া। 2021- 14 ই সেপ্টেম্বর থেকে 5 অক্টোবর মাউন্ট ধৌলাগিরি (8167 মিটার/26795 ফুট)- সম্প্রক অক্সিজেন ছাড়াই। আঙ্গলে ছাড়াহ। 2019- 29 মার্চ থেকে 29 মে - মাউন্ট এডারেস্ট (8848 মিটার/29035 ফুট) 2018 - 7ই সেম্টেম্বর থেকে 30 সেন্টেম্বর- মাউন্ট মানাসলু (8163 মিটার/26781ফুট)

মিটার/26781ফুট) 26 সেপ্টেম্বর থেকে 15 অস্টোবর-মাউন্ট টিনচেনকাং (6010 মিটার) 2013- 312পে মে থেকে 25শে জুন, মাউন্ট ডাগীরথী2 (6512 মিটার) 2011- 10th জুন থেকে 10th 2011- 10th জুন থেকে 10th জুলাই- Mt.Kamet (7756 মিটার) 2010- 17ই জুলাই থেকে 1লা 2010- 17ই জুলাই থেকে 1লা আগস্ট- Mt.Mulkila10 (5900 মিটার)

2010- কারু দক্ষিণ ক্যাম্প 2 পর্যন্ত

2010- বারু দাক্ষণ কাম্পে 2 গবঞ্জ 2008- রেনেক 2018- ৪ ই জুন থেকে 13 জুন প্রক্ষেয় তেনজিং নোরতো দেশপা সারের দেশবের বাসকবন পরিদর্শন করন তাকে প্রস্কাজনানে, সারেরি- ফুলেলি-পাইয়ান- ফাকভিং- নামচেবাজনে থানে- চাইনালপে- নামচেবাজনে প্রত্যাবর্তন- পাইয়ান- আজেরি-নাললে।

সাগদে। 2008 এবং 2010 সালে যথাক্রমে HMI থেকে প্রাথমিক এবং অগ্রিম পর্বতারোহণ কোর্স, আমি আগস্ট, 2010 এ হিমাচল প্রদেশে আমার প্রথম অভিযান তর্দ্ধ করি। প্রথম অভিথান ওরু কার। 2022, মে- এভারেস্ট লোটসে ট্র্যাভার্স ৪750 মিটার পর্যন্ত সম্পূরক ছাড়াই পৌঁছেছে প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের কারণে জীবনের ঝুঁকির জন্য মাত্র 100 মিটার অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো পর্বতারোহী এভারেস্ট



## পিয়ালী বসাকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন অনুষ্কা দত্ত

8000 মিটার অন্য কোনো ইতিহাসে ার্বতশৃঙ্গের ইতিহাসে থকে বাঁচতে পারেনি। তুষার ঝড থেকে সরকারি ক্ষি আমি কাশ্মীরের সরকারি স্বি ইনস্টিটিউট থেকে স্কি কোর্স বেসিক ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভাঙ্গ করেছি এবং স্কি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ 2021-এ অংশগ্রহণ করেছি। এ অংশগ্রহণ করোছ। আমি জাতীয় তায়কোয়ান্দে চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ব্ল্যাক বেল্ট হোন্ডারে ২য় স্থান অর্জন করেছি।

এডারেস্ট সামিট করার পরও আপনার লোন শোধ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন সাহায্য পেয়েছেন?

= না এখনো কোনো সাহায্য পায়নি। অরূপ বিশ্বাস এবং মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অনেক আগে থেকেই চেনেন এবং অনেক আগে থেকেই তেনেন এবং তানার আয়েক বুই উনসাহ নেন কিন্তু মাকে কেন একটা রাগার হয়ে বার জনা সায়াফটা আমার এখনো পেনা করতে যেতে পারিনি কর্বার তো প্রাইমারি ফুসো চার্কা কর্বার তো প্রাইমারি ফুসো চার্কা হুড়ি বুর কম থাকার আমার এই এবেরেস অভিযোগ সাংজা রাজনিয়া ট্রেনিয়ে যাঙারা সংকিছুই আমার সার মাডাকারা মানেক করে মো

দ্রোগরে যাওয়া স্যান্ডমুখ আশায় স্যার ম্যাডামরা ম্যানেজ করে নেয় কিন্তু অফিসিয়ালি সেই রকম কোন ছুটি প্রাইমারি স্কুলের চাকরি থেকে

পাই না। মথ্যমন্ত্রী এবং ক্রিয়া মন্ত্রী ওনাদের সাথি দেখা করার ইচ্ছা আছে কিন্তু এই ছটির সমস্যার জন্য দেখ করাটাও হচ্ছে না। ওনাদের ব আমার একটাই অনুরোধ, এই কাছে আমার একটাই অনুরাধ, এই যে পর্বত অভিযান যেখনে বুঁকি আয়ে সেখানো আবে নেশি এনিং এক প্রয়োজন এবং এই ট্রেনিং করতে নেলে আমাকে পর্বতের উগরেই করতে হবে। এর পাশাপশি আমি "১ఓ" ও সেলি, পাঁচমনক সেকে এইপিন্দ মেকে বে সের ইয়া আয়ে কিছ ওলিপিন্দ মেকে যেগে রে এটা আয়ে কিছ ওলিপিন্দ মেকে যেগে রে এটা আয়ে কিছ

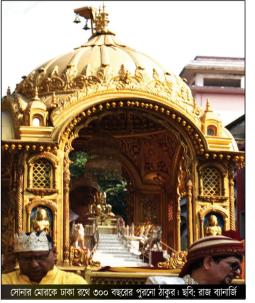
হবে অনেক খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার তো সরকার এবং বড় বড় কর্পোরেট যদি একটু সাহায্য করে তাহলে আমি যাদ অক্টু সাহায্য করে ভাহলে আন নিশ্চয়ই রাজ্যের নাম দেশের নাম উজ্জ্বল করব যেখানে আমার মধ্যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে অ্রিজেন ছাড়া পর্বতারোহন করা। আমি আশা করছি তারা পাশে দাঁড়াবে।

এরপরে যারা এভারেস্ট সামিট করতে আরশারে বারা এতারেন্ট গানিট করতে যাবে তাদের কাছে আপনি একটি বড় ইনস্পিরেশন তো তাদের উদ্ধেশ্যে আপনি কি বলতে চান?

তাদের উদ্ধেশ্যে এটাই বলব প্রথমে তাদের উদ্ধেন্যে এটাহ বলব প্রথমে একেবারেই তো এভারেস্ট আরোহন করা যায় না কারণ ওখানে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটে, প্রচুর জীবনের রুঁকি আছে। অনেক কিছু ট্রেনিং

নিতে হবে যেমন রক ক্রাইমিং, বিভিন্ন নিতে থমে মেমন য়াক সাহামে, মোজন ট্রাকিং গুলো করতে হবে। প্রথমে কম উচ্চতা থেকে বেশি উচ্চতায় যেতে হবে তারপরে পর্বত অভিযান করার যে ট্রেনিং গুলো হয় সেইগুলো মন্দার যে ফ্রোনং ভাগো হব্য সেহওগো নিতে হবে। আন্তে আন্তে ৬০০০ মিটার ৭০০০ মিটারের শৃঙ্গ তারপর ৮০০০ মিটার শৃঙ্গের অভিযান গুলো করতে হবে এবং শেষে এভারেস্ট তো আছে। এর মধ্যেও আমি বলব সব আহে। এর শহাত আর হাত হবে কারণ ওইখানে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব দরকার। ভালো মানুষ হলে পর্বতও তাকে কাছে টেনে মানুথ হলে পথতও তাকে কাছে ঢেনে নেবে সামিট করার জন্য। আমার এই অভিযানে টাকার সমস্যা থাকার জন্য আমি ট্রেনের জেনারেল

পার্টমেন্টের বাথরুমের পাশে খবরে কম্পাচমেন্ডের বাধরুমের শাবে ধবরে কাগজ পেতে বনে গেছি এবং নেপালে বাসের মেখেতে বনে গেছি মনের আলীর্বাদ এত মানুহের আলীর্বাদ স্ববিছুই আমার মনের জোরকে বাড়িয়ে নিয়েছিল যাই বাধা আসুক না কেন আমারে জ্ঞামি সরার আগে যে। এই আমার ক্ষাম্রা সরার সোপে নে। এই না কেন আমাকে আগরে বেতেই হবে আমার লক্ষ্যটা সবার আগে তো এই ভাবেই অন্যদের বলব এগিয়ে যেতে। সবাইকে পর্বত আরোহী হতে হবে তা নয় কেউ পডাশোনা ভালো করে তা নয় থেওঁ গড়ালোনা তালো থয়ে সেই জায়গা থেকেও দেশের নামকে উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে। এইরকম স্বপ্ন প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকা উচিত বলে\_আমি মনে করি। পড়াশোনাতে মহা আৰু নগে থায়। পঙাগো পাঁৱে। একটু কম বলে সে খাৱাপ সেটা না ভগবান সবাইকে কিছু না কিছু গুন দিয়ে পাঠিয়েছে, সেটা আমি সবাইকে বলবো খুঁজে বার করতে। যে কাজটা করতে তার ভালো লাগে সেই কাজটাই নগতে বরতে হবে এবং পৃথিবীর একদম উঁচুতে যেতে হবে সেটাই তার লক্ষ্য রাখতে হবে। তার জন্য যাই বাধা আসুক না কেনু এগিয়ে যেতে হবে কোনো অজুহাত দিলে চলবে না। যেমন আমার জুতোটা ছেঁড়া ছিল বলে দৌডাতে পার ড়াতে পারলাম না ভালো করতে লাম না এইরকম কোন অজুহাত দিলে চলবে না যায় বাধা আসুক না কেন নিজের লক্ষ্যটাকে স্থির রেখে এগিয়ে যেতে হবে।





BAND G.ROAD.COLKATA7 শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী মাহাবুবি

ব্যান্ড। ছবি: রাজ ব্যানার্জি



church to Imambara on his Bandel church is as one of the historical spot. We saw many people en-joying the fair which was held behind the church and also take the boat ride to Imambara. The environment of the various on the root where there is a large statue of Jesus and various writings are kept for the visitors to know about the church. church was fabulous. There was a prayer hall but during Christmas various parts of church along with the hall is

A few years ago, Bandel church was declared as a Basilica by the govern-ment. On December 25 and

cakes and Christmas trees and

cakes and Christmas trees and various things. T priests and nuns of the church leave for their hometowns during this festive break. There is a small pool where people worship and throw coins in the belief that their uniches will be ful that their wishes will be fulfilled. Visitors also light candles on the roof where there

= photo gallery =

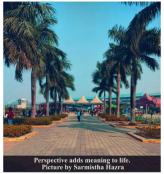






3











Ante





ছবি: কৃষ্ণে

# = Sports, entertainment and feature From colonial roots to cultural legacy: The Bengali love story with football



## Rahul Mondal

From Colonial Roots to Cultural Legacy: The Bengali Love Story with Football The people of West Bengal in India and Bangladesh, have a deep-rooted passion for the sport of football. This love for the sport dates back to the late 19th century and has only rown stronger with time Football is not just a game for Bengalis, but it is a cultural phenomenon that has played a crucial role in shaping the region's history and society.

The origin of football in Ben-gal can be traced back to the British colonial era when the sport was introduced to the region by British soldiers and officers. It quickly gained pop ularity among the locals and led to the formation of football clubs and the organization of local competitions. This paved the way for the future of Ben-

gali football and set the stage rie that is unmatched by any other form of entertainment. for the growth and development of the sport in the region. Whether it is in the streets or Football has always on the field, football has the played a unifying role in Benpower to bring people togethgali society, bringing people together regardless of lan-guage, religion, and politics. er and create an atmosphere of

excitement and passion. One of the most fa-The sport has created a sense mous and successful Bengali football clubs is Mohun Baof community and camarade

gan, established in 1889 (In present known as ATK Mohun Bagan FC). This club has a rich legacy and continues to be one of the strongest teams in the region, with a large and dedicated fanbase. Over the years, Mohun Bagan has me a symbol of Bengali pride and has played a significant role in shaping the history

of football in the region. In addition to club football, regional and national competitions have also been a major source of pride for Bengalis. The Kolkata Derby, the match between Mohun Bagan and East Bengal, is one of the most intense and passionate rivalries in the world of football. The match is more than just a game, it is a celebration of the rich history and culture of Bengali football and a testament to the deep love that Bengalis have for the sport. Football has also played a crucial role in Bengal's political

history. The sport has been used as a means of protest, expression, and resistance during times of political turmoil. The famous match between Mohun Bagan and East Yorkshire Regiment in 1911, in which Mohun Bagan became the first Indian team to defeat a British team, is considered a symbol of India's resistance against colonial rule.

In conclusion, football holds a special place in the hearts of Bengalis and has been an integral part of their culture and history for over century. Whether it is through club rivalries, regional competitions, or national pride, the sport continues to bring people together and provide a source of joy and passion for generations to come. The love of Bengalis for football will continue to flourish, and the sport will continue to play a significant role in shaping the region's history and society



Movie Review

Badshah in the spy universe: Pathaan



### **Paval Dhauria**

fan who had seen him grow with every character, was invested in this. Pathaan is an action thriller film directed by Siddharth Anand and produced by Aditya Chopra of Yash Raj Films and this is the next chapter in the YRF Spy Universe. The makers wanted to cover all the aspects of this world while making it a big screen phenomenon at

The makers wanted to cover all the aspects of this world while making it a log screen pinchone at the same time which resulted in many action scenes with bad and almost laughable CGI. The comedy in the film felt forced at times, specially to set the mood in the beginning, as many jokes didn't land like they were supposed to, due to the audience having less understanding of the characters as well as the use of weird and outdated puns. The presence of Shah Rukh Khan was impeccable in every scene but especially in all action sequence.

es including Pathaan, that highlighted the protagonist, the rugged agent who would do anything for a country that raised him. Despite Deepika Padukone's character getting way more importance and solid spot in the action movie that female characters don't usually get in Bollywood action films or action films in general, but it would hopefully get more fleshed out in the upcoming instalments of this university. John Abraham was phenomenal as an antagonist, who was given a plausible origin

story to justify the pure evil that came out of him. The songs of Pathaan almost desensitized people to it with how viral they had got, specially am" that managed to get itself in the unprompted controversies, but at least they made people more interested in the film. The background music of the film was generic at best, with nothing mem-

A well-packed action film that lacked in the first half but came in full force in the second half, it cap-tured the SRK that everyone missed on the big screen and the comeback could not have been better.

চ্যান্সেলর স্যারের ক্যামেরায় বন্দী হলো হিমালয়ের সৌন্দর্য্য



## দী মুখোপাখ্যায় (চাঙ্গেলর স্যার) এর নৎকারটি গ্রহণ করেছে অনুদ্ধা দন্ত ও দাব্দানাল ন আনক্তি দাস।

খাদের ধারের রেলিঙট

"খনের ধ্রেরে কেন্দ্রিয়া সেই দুষ্ট মণ কিন্দ্রিয়া আরর পেশেরে দার্জিনিটো" গাহার এন কথা উঠনেই সনার খনে মন খানে দার্জিনি এন কথা বার ভারে সেগে ওয়োহেমেরারে জর্তিয়া জ্ঞান দুরের সেই নিজারে জাল্য দার্জি কের্ত্রেরে হির নিজারে বার প্রার্জি গেরে রবেরই মনুম্ব দুঠে যার গায়ের রেগেনে নিজনিনে রাজন হের একটা বংকবাল পেগেই মনুম হার প্রত্যেটা ইমন্দিগান্দু মনুম আনের হার আরেমের্বাধ্য দার্জিনি, রানিল্দাং লোলি, আ কিয় মুহের্টে কথা এবে তা পোলিং এর কিছু মুহূর্তের কথা এবং তার অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের সাথে ভাগ

অভিজ্ঞত। তেন্দ্র করে নিয়েছেন। তিনি এই অসাধারণ মহর্তন্তলো ক্যামেরাবন্দি করেছেন <sup>C</sup>--mat Fujifilm তাঁর Medium format Fujifilm ক্যামেরায়। এই বিশেষ ক্যামেরাটি ব্যাযেবায়। এই বিশেশ কার্মায়েটি আনান্দ্র ব্যায়ে বেডে এন্ট্র আনান। এই ব্যায়েয়ে ফুল গ্রেয়ের ইজির সেনর টা আলানা । তবে চাতেপর সার বে তর পৃ পারত্রেহেটা বান, উলি জলাত সমান ভালেবাসেন। এয়াড়াত দার্চিগি নের তার নাস্টালিয়া দুঠে ঠিয়ে তার কথার মধেই। দার্চিগিয়ের আলোনো এখন মধেন নদুনা ছালা। ঠের হয়েয়ে বেওলার নৌন্দাই। চিনি নরের একটি বিশেশ ইফ্লে পুরায়ে জনাই গৈর্হিছিলে বেলিখা। পুরিনা নারের এনটা বিশেশ ইফ্লে পুরায়ে জনাই গৈর্হিছিলে বেলিখা। পুরিনা বারে এমনা একটি ভাগার পেঁছিলো বাবে এমে একটি ভাগার পেঁছিলো যেখান থেকে কাঞ্চনজন্ডার পুরো দৃশ্যটা তিনি দেখতে পাবেন। এছাড়াও পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলো পাহাড়ের ওপর

পড়ার সেই নৈসর্পিক দুশাকে উপভোগ করার প্রধন্ম ইয়েছ ছিল তার। কিন্ধু সেই ইয়েছপুরণে বাঁবা হয়ে দাঁড়াল মেঘাডরা আকাশ। যদিও ভিনি লাতনা চেরার করার জন্য সবক্তি কু করেছিলেন তাও শেষ পর্যন্ত সেটা সম্বন্ধ হয়ে গুঠনে। এসব ছাড়াও তিনে এসব ছাড়াও তিনি চেয়েছিলেন পুরো একটা গোটা দিনের

চেয়েছিলেন পুরো একেটা গোটা দেনের ছবি তেলার। সকাল, দুপুর, বিকাল -নিনের প্রত্যেকটি আলাদা আশাশা সময় কাঞ্চনচন্চমার রং কেযন ভাবে পান্টায় সেটাকে তিনি কামেরাবন্দি করতে চেয়েছিলেন। যখন সূর্যের প্রথম আলো মেযের মধ্যে দিয়ে কাঞ্চনচন্চমার উপর এসে পড়ে সেই অপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষি হতে চেয়েছিলেন তিনি। আবার সুর্যটা যখন ঘুরতে ঘুরতে উল্টো দিকে চলে যায় তখন রংটা কিভাবে ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে সেই দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তিনি। এই যে আলো-ছায়ার মধ্যেকার খেলা (interplay of lights and shades) এটাকেই তিনি ক্যামেরা বন্দী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটাও হয়ে ওঠেনি।

এই ধরনের দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দি করতে গেলে ভোর ৪:০০ থেকে ৪:৩০ মধ্যে যেতে হয়। চাতক ধরে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন গতক বরে তিনে সেখনে সিয়েছেলেন কিন্তু পারেননি। প্রচন্ড ঠান্ডা আর রাজ্ঞার খারাপ অবস্থা এবং রাজায় পড়ে থাকা এবড়োম্ববড়া পাথরের জন্য বেশি দূরে হেঁটে যেতে পারেননি তিনি। এছাড়াও তার হাতে ছিল ক্যামেরার ব্যাগ আর তার হাতে ছেল ক্যামেরের ব্যাগ আর ট্রাইপত। কিন্তু ডাঙ্গেলর ম্যার জানান সেইটুকুর তিনি ছবি ভুলতে পেরেছেন সেইটুকুর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। এরণর আন যথন ওতার থেকে পড়ে তখন জলটা যু গতিতে পড়ে সেই গতিকে জনান যে নাওঁতে নাড় দেহ নাওঁদে ক্যামেরাবন্দি করতে গেলে ক্যামেরার সাটারের গতি বেশি করে রাখতে হয়। যেটার জন্য জলটা ফ্রিজ হয়ে আছে মনে হয়। তবে তিনি সাটার টা কে ৩০ সেকেডের জন্য খুলে রেখেছিলেন এর

না, মনে হচ্ছে উপর থেকে সাদা কিছু একটা পরছে। এটা ছিল তার একটি খুব ভালো অভিজ্ঞতা। এরপর তিনি চলে থুব জলো আভজতা এবংগ তিন চলে আনেন জন্মল। চাতকপুর একটা জন্স এলাকার একটি বাড়িতে তিনি ছিলে। ওখানে তিনি জন্মলের মধ্যে ঢুকে ছবি তেলেন। জনলে অনেক ভালুখেরে নামক পাতা ছিল। তাবপের জন্মখেরে নামক একটা জারগায় তিনি পৌঁছন। নেখানে পৌঁছে তিনি জন্মলের একটি বনা রূপ সম্মান বনে ভোগায় প্রত্নি হিনা অনুভব করেন, সেখানে প্রকৃতির শব্দ পুরো অন্যরকম। সেখানে ওধুমাত্র পাখির ডাক, পাতার আওয়াজ শোনা যাছে আর চারিদিক নিস্তদ্ধ। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দ তিনি উপভোগ করেন। যেমন পাহাড়ে একরকম, করেন। যেমন পাহাড়ে একরকম, ঝরনার কাছে অন্যরকম সেখানে গুধুমাত্র জলের আওয়াজ, আবার যখন জন্স জলের আওয়াজ, আবার যখন জেপলের মধ্যে থাকেন তখন পুরো বাগগারটা নিস্তদ্ধ হয়ে যাফে:। জঙ্গলের মধ্যে পাখির ডাক, গাতার আওয়াজ, হালকা বাতাস বইছে তার আওয়াজ এইসব গ্রকৃতির স্থন নিয়ে পরিবেশকে আরও তাহ থেকে উপডোগ করেন তিনি।

ফলে জলটাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে

-- দাওল সাবেশনক আৰও উষ্ণ থেকে উপলোজ বকাৰ চিনি। এছাড়ান ছিল ভুৱালবা কোনা কেনৰ চিনি মানেৰ নাবালনি। নাবালনি নিয়ে একাট বই বাৰ কৰচেন চিনি, প্ৰায় ৮০০০ ছবি ডিনি ভুতসেংন, আবো ভূমাবে থাকে বেজ নানান চিনি এই ছবি ভোলাৰ নাগাৰটা মুৰ সুন্দৰ বাজ্যা নিয়ে বুজিয়েলে। ওলাৰ জোনা ছবিতদাৰ সাথে অ-লাৰ ৰণা ছবিতদাৰ সাথে আ-জাৰ কে ছবিত কৰম ছবে ভোলা হয়ে। ঘৰকা ছবিৰ অংক কে জোন চিনি কৱেছেন। একটা পংগ্ৰেই অফ টাইমে ছবিত জুৱা ছিচিৰ না, তো জা ভূমা হৈ বহু বো ছিচিৰ না, তো জা ভূমা হক বহু বো ছচিৰ না, তো জা ভূমা হক বহু বো ছিচিৰ না, তো জা ভূমা হক বহু বো ছিচিৰ না, তো জা ভূমা হক বহু বো ছিচিৰ না, তো যেটা তার মতে হওয়া উচিত নয়, যেট হওয়া উচিত সেটা হল একটা জা চুপ করে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা, যেমন একটা পাথরের উপর সূর্যের আলো পড়ার সাথে সাথে প্রকৃতির যে পরিবর্তন, পাথরের উপর যে জল পড়ছে তার যে

বিফ্লেকশন সে সবকিছু পাটে যয় এবং যাবা ভাসে ফটো হেলে যাবা অন্ট ফটোজোৰ বোৰে উক্তাৰেই মহানি এই ফটোজনা বেলে। সাবাৰা মহান যো বৰং দু ভিনট ফটো ফটো ফুলে নিয়ে হাল বালে। ভিনি জনাৱ বাজ বনেক সময় নিয়ে কট কোনাৰ ইয়া জিনা আলম ছিনি বোনাৰ দুটো সময় হেছে সকালবো যাৱ কিৰিপোলো। কাজৰ সুন্দৰি আলো ভক্ষ আলো তক্ষ আলতো মেয়েৰ সুবেৰ আলো তক্ষ আলতো মেয়েৰ সুবেৰ আলো তক্ষ আলতো মেয়েৰ পূর্বেয় আলো ভবন আগতো নেবের মধ্যে দিয়ে আসে এবং সেটা ডিফিউজ হয়ে যায়। ডিফিউজ লাইট আর বাউল লাইট সব সময় সরাসরি আলো দেয় না। লাহে সব সময় সরাসার আলো দেয় না। কোনো বড় স্টুডিগুতে যেমন মডেলের মুথের উপর সরাসরি আলো ন ফেলে, কিছু মাধমের মধ্যে দিয়ে আলোটি মডেলের মুথের উপর ফেলা হয়। তেমনি মেঘের মুথে দিয়ে যখন আলোটা আসে তখন সেটা পুরো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে যার ফলে কোন রাফ এডজ থাকেনা।

অনেক কে ঠিকমতো থনেক সময় কাঞ্চলকামকে ঠিকমতে দেশতে পাওয়া যায় না কুমালার কারণে। তিনি কাঞ্চলকামর তীনপর্যকে উপ্রেজনে উপভোগ করতে পেলিংগ্র গিয়েছিলেন। শেখান থেকে তিনাই গরিমার কাঞ্চলকায় দেশতে গেয়েছিলেন। এই শীতকালের সময় গেলে কাঞ্চলকায় কেংতে পাওয়া যায়, কাৰিলো আৰার ঠিকমতে দেশতে পাওয়া যায় না। তিনি প্রথমে পেলিংগ্র আন সোমান ক্রেড ডাতরপারে হাবে যান সেখান থেকে চাতকপুরেও যান কিন্তু সেখান থেকে ভালোভাবে দেখ যায়নি তারপর তিনি আবার দার্জিলিঞ্জ যায়নি তালগর তিনি আবার দার্জিতির মিরে আসেন। সেখন থেকে পরিয়ার দেখতে পান কাজনাজযাকে। তিনি বলেন আরেকটু সময় গেলে আরেকটু ভালো হতে। তিনি আফসোস করে বলেন খুব ডাড়াতাড়ি তিনি গিয়েছেন আর পর্যটকের মতো করেকটা ছবি তুলেই চেন্ডা নেছেন। এই ছবিতলোতে তিনি বিশেষ খুশি নন।



**Garlic-butter mushroom fried rice** 

Shreva Saha

It's the perfect, quick dish and it's very simple to make and

also very delicious to satiate the sudden hunger pangs.

Process

Step 1 - Saute some garlic and butter for a minute in a kadai.

Step 2 - Add the sliced mushrooms and 1 pinch of salt and

pepper, and cook until they are brown.

Step 3 - Add some vegetables like carrots, beans and spring

onion, saute until they soften. (This step is optional).

Step 4 - Add long-grain soaked Basmati rice and mix it well with the mushroom and vegetables.

Step 5 - Add some salt, pepper, chilli flakes, vinegar, melted butter, 1tsp of Soya sauce and chilli sauce and mix it well. Let

cook it for 3 to 5 minutes and it's ready to serve. Step 6 - Garnish it with some chopped spring onions, cori-

ander leaves and chillies.